এরিক ফ্রম : মার্ক্সবাদ ও মনস্তত্ত্ব

সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

এরিক ফ্রম তার জীবনের সূচনায় ছিলেন গোঁড়া ফ্রয়েডিয়ান, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি কারেন হরনি ও হ্যারি সুলিভান-এর সঙ্গে মনঃসমীক্ষণ বিদ্যার কালচারালিস্ট বা সংস্কৃতিবাদী চিন্তাধারার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত হন। এই চিন্তাধারা ফ্রয়েডীয় পরম্পরাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ম্যাক্স হর্কহেইমার যখন ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের (ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ) পরিচালক—তখন ফ্রম ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের অন্য গবেষকদের মতো তিনিও মনে করতেন, মার্ক্সের বিচ্ছিন্নতা ও রিইফিকেশন তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে এবং এই তত্ত্বের সাহায্যে আধুনিক সভ্যতার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান সম্ভব। তিনি মনে করতেন, শুধু সর্বহারা শ্রেণিই নয়, সব সামাজিক শ্রেণি ও গোষ্ঠীই কোনও না কোনোভাবে বিচ্ছিন্নতা দ্বারা আক্রান্ত। তিনি ঐতিহাসিক নিয়তিবাদে আদৌ আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি মানুষের অশেষ সৃষ্টি ক্ষমতায় প্রত্যয়ী ছিলেন—যে ক্ষমতার দ্বারা মানুষ প্রকৃতি থেকে ও অন্য মানুষদের থেকে তার বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে। তিনি অ্যাডোর্নোর পেসিমিজম বা দুঃখবাদের প্রবল বিরোধী ছিলেন। মানবিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামাজিক জীবনের ঐকতান সৃষ্টি করে এক বৃহত্তর জীবনের রূপরেখা নির্মাণ করা সম্ভব ব'লে তিনি বিশ্বাস করতেন। তার এই বিশ্বাস অবশ্যই অ্যাডোর্নোর দৃষ্টিভঙ্গির থেকে অনেক আলাদা। বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মানবিক ক্ষমতার ওপর প্রবল আস্থা ছিল বলেই ফ্রয়েডের তত্ত্বকে মান্য করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, ফ্রয়েডের অবচেতন তত্ত্ব একটি বিরাট অনুসন্ধান-ক্ষেত্র উন্মোচন ক'রে দিয়েছে। কিন্তু ঐ তত্ত্বের লিবিডো-নির্ভর নৃতত্ত্বভাবনা এবং সংস্কৃতির বাধ্যতামূলক অবদমন-ভূমিকা বিষয়ক সিদ্ধান্তকে তিনি সমর্থন করেননি। তিনি মনে করতেন, ফ্রয়েডের তত্ত্ব কিছু নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাকে অযৌক্তিকভাবে বিশ্বজনীন করে তুলতে চেয়েছে এবং মানব-প্রকৃতি বিষয়ক ভুল তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একজন ব্যক্তিমানুষকে শুধুই তার প্রবৃত্তিগত আকাঙ্খাসমূহের যোগফলের দ্বারা বোঝা যায় না—যে আকাঙ্খাসমূহ শুধুই তার ব্যক্তিগত সুখ ও অন্যের প্রতি শত্রুতার দিকে ছুটে চলছে। ইগোইজম ও ইগোকেন্দ্রিকতা ব্যক্তির আত্মরক্ষামূলক স্বার্থের নয়, বরঞ্চ ধ্বংসাত্মক ভাবনাচিন্তার পরিণতি। তার উৎপত্তি নিজের প্রতি ভালবাসা থেকে নয়, নিজের প্রতি ঘৃণা থেকে। ফ্রম মনে করতেন, মানুষের ক্ষেত্রে কোনও নৃতাত্ত্বিক ধ্রুবক নেই। এই ধ্রুবকের ধারণা এতটাই বিপজ্জনক যে, তা যে কোনও পরিস্থিতিতে মানষের খাপ খাইয়ে নেবার অশেষ ক্ষমতার কথা বলে। তার ফলে, একথা ধরে নেওয়া যায় যে, যদি যথাযথভাবে সংগঠিত করা হয়, তাহলে চিরস্থায়ী দাস ব্যবস্থাকেও মানুষ মেনে নেবে। যদি মানুষের খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা অশেষ হ'ত তাহলে মানুষ প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কখনোই বিদ্রোহ করত না এবং এটা অবশ্যই আশাবাদেরই ভিত্তিভূমি নির্মাণ করে। কিন্তু আসল সমস্যা হল, মানবিক প্রলক্ষণ বা ট্রেইট-এর কোন্ অংশগুলি অপরিবর্তনীয় এবং কোন্ অংশগুলি সময়ের সঙ্গে রূপান্তরিত হয়—তাদের

চিহ্নিত করা। ফ্রয়েড এখানেই মারাত্মক ভুল করেছিলেন। কারণ তিনি ধরে নিয়েছিলেন মানবজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাব ও তজ্জনিত বৈশিষ্ট্যগুলি অপরিবর্তনীয়। ফ্রম মনে করতেন, মানুষের চাহিদা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আকাঙ্খাসমূহকে চরিতার্থ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে ও অন্য মানুষদের সঙ্গে যুক্ত করতে চায়। এই যুক্ত করার মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজেকে একটি গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে অনুভব করে। মানুষ ভালবাসা ও বোঝাপড়া চায় এবং যখন তা পায় না তখন সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত বলে মনে করে। মানুষ এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে জীবন যাপন করতে চায়, যেখানে সে নিজের সব ক্ষমতার স্ফূরণ ঘটাতে পারবে। মানুষ শুধুই বিভিন্ন শর্তের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েই খুশি থাকে না—সেই সঙ্গে সৃষ্টিমূলক কর্মের মধ্যে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে চায়। সেই কারণেই মনুষ্যপ্রজাতির বিকাশ অথবা মানুষের নিজেকে নিজেই সৃষ্টির প্রক্রিয়া—একটি দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া। মনুষ্যপ্রজাতি যখন প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে যথার্থ মানুষ হয়ে উঠল—তখন থেকেই সে নিরাপত্তা ও সৃষ্টিশীলতার আবেগ অনুভব করল—যা পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতার ভিত্তি নির্মাণ করে দিয়েছিল। আমরা সবাই স্বাধীনতা চাই, কিন্তু স্বাধীনতাকে ভয়ও পাই। কারণ স্বাধীনতা মানুষকে দায়িত্ব থেকে পালাতে দেয় না, সেই সঙ্গে আবার নিশ্চিত নিরাপত্তারও অবসান ঘটায়। তার পরিণতিতে মানুষ স্বাধীনতার দায়কে প্রত্যাখ্যান করে ও কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। মানুষের এই জন্মগত প্রবণতা অবশ্যই ধ্বংসাত্মক ও বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রমের ভ্রান্ত প্রচেষ্টা। আবার ঘৃণার সূত্রে, অন্ধভাবে ধ্বংস করার মধ্যে দিয়েও অনেক সময়ে বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রমের প্রয়াস দেখা যায়। সেই কারণেই, ফ্রম মনস্তাত্ত্বিক বর্গগুলিকে বুঝতে চেয়েছিলেন, সামাজিক শর্তসমূহের ও পারিবারিক সম্পর্কসমূহের সূত্রে। তার এই প্রচেষ্টা অবশ্যই ফ্রয়েডের লিবিডো-বন্টন ভাবনার থেকে অনেক আলাদা। বাল্যকাল থেকেই একজন শিশুর চরিত্র নির্মিত হ'য়ে ওঠে—তার পারিপার্শ্বিকের সূত্রে এবং সে কি ধরনের শাস্তি ও পুরস্কারের মুখোমুখি হয় তার সূত্রে। 'রিসেপটিভ' বর্গের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল : মেনে নেওয়ার প্রবণতা, আশীর্বাদ ও নিষ্ক্রিয় বদান্যতা। এই বর্গের মানুষেরা দ্রুত অভিযোজিত হ'তে পারে কিন্তু তাদের সৃষ্টি ক্ষমতা কম। অন্যদিকে 'এক্সপ্লয়টেটিভ' বর্গের মানুষেরা অত্যন্ত আক্রমণাত্মক, পরশ্রীকাতর ও অন্যদের শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করে। 'হ্যরডিং' বর্গ কম সক্রিয়ভাবে আক্রমণাত্মক ও বেশি শত্রুতাপূর্ণভাবে সন্দিগ্ধ, সেই সঙ্গে তারা যন্ত্রণাদায়ক রকমের আক্রমণাত্মক, আত্মকেন্দ্রিক ও অপ্রয়োজনীয় রকমের খুঁতখুতে। আর এক ধরনের অসৃষ্টিশীল বর্গ হল 'মার্কেটিং' বর্গ—যারা সমসাময়িক ফ্যাশন ও কাস্টমের সঙ্গে অভিযোজিত হতে পেরে আত্মসুখ লাভ করে। সৃষ্টিমুলক চরিত্ররা কিন্তু আক্রমণাত্মকও নয়, অপোষকামীও নয়। সেই সঙ্গে তারা স্নেহশীলভাবে ও দায়িত্বের সঙ্গে, অন্যের সঙ্গে যুক্ত হ'তে চায় কোনও ছক না মেনে। এই সমন্বয়টাই সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ এই ধরনের ছক না মানা, আক্রমণের স্তরে নেমে আসে না, তাদের সহযোগিতার আকাঙ্খা ও ভালবাসার ক্ষমতা নিষ্ক্রিয় অভিযোজনের স্তরে নেমে আসে না। ফ্রমের এই বর্গীকরণের সঙ্গে আব্রাহামের (ফ্রয়েডিয়ান) বর্গীকরণের অনেকটা মিল পাওয়া যায়। ফ্রম কিন্তু এই বর্গগুলির উৎপত্তিকে শিশুদের যৌন ফিক্সেসন-এর মধ্যে অনুসন্ধান করেননি। পক্ষান্তরে তিনি তা অনুসন্ধান করেছিলেন পারিবারিক পরিমন্ডল ও কাঠামোর মধ্যে এবং সামাজিক

মূল্যবোধ-প্রবাহের মধ্যে। ধনতান্ত্রিক সমাজ গত কয়েক শতাব্দী জুড়ে একদিকে যেমন মানুষের সৃষ্টি-ক্ষমতার বিপুল সম্ভাবনাকে উন্মোচন করেছে—অন্যদিকে আবার তার পাশাপাশি প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন ধ্বংসাত্মক উপাদানও নির্মাণ করেছে। মানুষ একদিকে যেমন তার ব্যক্তিগত মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি সে নিজেকে এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে আবিষ্কার করেছে যা শুধুই স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ জীবনে নির্ধারক শর্ত হ'য়ে উঠছে, কিন্তু সেইসঙ্গে আগ্রাসন ও শোষণের গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতার মোট যোগফল পরিমাপের অযোগ্য হ'য়ে উঠেছে। সামাজিক অবস্থার কারণে একজন মানুষ অন্য মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা না ক'রে শুধু বস্তু হিসেবে বিবেচনা করছে। বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে নিরাপত্তার চাহিদা থেকে মানুষ অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ভ্রান্ত পদক্ষেপ হিসেবে অযৌক্তিক স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সামনে, ফ্যাসিবাদের সামনে আত্মসমর্পণ করছে। এরিক ফ্রম মানবিক সম্পর্কসমূহকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বুঝতে চাইতেন ব'লেই মার্ক্সের চিন্তার কাছাকাছি এসেছিলেন। তিনি মনে করতেন মার্ক্সের ১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপি (প্যারিস পাণ্ডুলিপি)-তেই তার চিন্তার সব থেকে মৌলিক প্রকাশ ঘটেছে। তিনি মনে করতেন প্যারিস পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে ক্যাপিটাল-এর মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন কিছু ঘটেনি। কিন্তু মার্ক্সের প্রথম পর্বের তুলনায় শেষ পর্বের লেখায় জীবনীশক্তির (élan) কিছুটা অভাব দেখা যায়। কিন্তু তার সব লেখার কেন্দ্রীয় বিষয় হল, বিচ্ছিন্নতা, দূরত্ব, সুখের অভাব, দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি ও মানবিক বন্ধনের প্রতিনিধিত্ব। ফ্রম মনে করতেন, স্বৈরতান্ত্রিক তত্ত্ব ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার কম পদ্ধতির সঙ্গে মার্ক্সের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনোই মিল নেই। কারণ, মার্ক্স মানবিক মূল্যবোধ হিসেবে যেগুলির প্রতি গুরুত্ব দিতেন সেগুলি হল, স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হবার আকাঙ্খা, মানুষের সৃষ্টিক্ষমতার বিস্তার এবং অযৌক্তিক কর্তৃত্ব ও জবরদস্তির হাত থেকে স্বাধীনতা। যে পরিস্থিতির মধ্যে নারী ও পুরুষরা তাদের মানবতাকে হারিয়ে ফেলে এবং পণ্যে রূপান্তরিত হয়—মার্ক্সের ধারণাগুলি ছিল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। মার্ক্স বিশ্বাস করতেন, মানুষ ঐ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আবার মানুষ হ'য়ে উঠবে। তার ফলে সে শুধু দারিদ্র্য থেকেই মুক্তি পাবে না, সেই সঙ্গে তার সৃষ্টিক্ষমতাকে বিকশিত ক'রে তুলবার স্বাধীনতাও অর্জন করবে। মার্ক্সের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাহায্যে একথা প্রমাণের চেষ্টা চলে যে, মানুষ সর্বদা শুধু বস্তুগত স্বার্থসমূহের দ্বারাই প্রণোদিত হয়ে সক্রিয় থাকে। ফ্রম কিন্তু এই ধরনের বিশ্লেষণকে হাস্যকর বলে মনে করতেন। মার্ক্স বিশ্বাস করতেন, মানুষ তার যথার্থ বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিসর্জন দেয় একমাত্র তখনই—যখন পরিবেশ পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করে বস্তুগত স্বার্থ বাদে অন্য কোনও দিকে না তাকাতে। মার্ক্সের মতে, আসল সমস্যা হল, ব্যক্তিমানুষকে এই ধরনের নির্ভরতা থেকে মুক্ত করা এবং মানুষকে আবার পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে একসঙ্গে জীবনযাপন করতে শুরু করানো। মার্ক্স একথা বিশ্বাস করতেন না যে, মানুষ, চিরদিনের জন্য, নিয়ন্ত্রণের-অতীত অযৌক্তিক শক্তি সমূহের খেলার সামগ্রী। পক্ষান্তরে তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ কালক্রমে অবশ্যই তার ভবিতব্যের নিয়ন্তা হ'য়ে উঠবে। যদি বাস্তব কর্মকান্ডের মধ্যে এটা দেখাও যায় যে, মানুষের শ্রমশক্তির দ্বারা উৎপাদিত কিন্তু তা থেকে বিচ্ছিন্ন পণ্যগুলি মানবতাবিরোধী শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে; যদি এটা দেখাও যায় যে, মানুষ ভ্রান্ত চেতনা ও চাহিদাসমূহের দাসত্বকে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে; যদি এটা দেখাও যায়

যে, মানুষ তার নিজস্ব যথার্থ উদ্দেশ্যগুলিও বুঝে উঠতে পারছে না—তাহলেও একথা বলা যায় না যে, তার কারণ প্রকৃতির চিরদিনের শাসন। পক্ষান্তরে যে সমাজে প্রতিযোগিতা দূরত্ব, শোষণ ও শত্রুতার আধিপত্য বিদ্যমান—সেই সমাজে যথার্থ পরিতৃপ্তি আনয়ন সম্ভব শুধুমাত্র সৃষ্টিমূলক কর্ম ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে, আগ্রাসন ও নিষ্ক্রিয় অভিযোজনের মাধ্যমে নয়। মার্ক্সের উক্ত বিশ্বাসের শক্তি হেগেল ও গ্যেটের তুলনায় কিছু কম ছিল না। মার্ক্স চাইতেন মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে ও অন্য মানুষদের সঙ্গে আবার ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে উঠুক—এবং এভাবেই বিষয় ও বিষয়ীর আভ্যন্তরীণ ফাটল পূর্ণ হ'য়ে উঠুক। ফ্রম প্যারিস পাণ্ডুলিপির এই মোটিফ-কে গুরুত্ব দিতেন এবং তার সঙ্গে জার্মান মানবতাবাদী পরম্পরা ও জেন্ বৌদ্ধধর্মের সাযুজ্য খুঁজে পেতেন। (জেন্ বৌদ্ধধর্ম : মহাযান আন্দোলনের একটি ধারা, যা ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনে ও দ্বাদশ শতাব্দীতে জাপানে প্রসারিত হয়েছিল। যে ধারা ধ্যান ও স্বজ্ঞার ওপর গুরুত্ব দিত।) মার্ক্স অবশ্যই দারিদ্র্যের অবসান চাইতেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি অন্তহীন কনজাম্পসন বা খাদন-প্রক্রিয়ার সমর্থক ছিলেন। তিনি মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতা বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁর সমাজতন্ত্র শুধুই মানুষের বস্তুগত চাহিদার পরিতৃপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথা বলেনি, বরঞ্চ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যেখানে মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে অনুভব করবে এবং প্রকৃতির সঙ্গে ও অন্য মানুষদের সঙ্গে নিজেকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে তুলবে। মার্ক্সের প্রধান থিম্‌গুলি ছিল : শ্রমের বিচ্ছিন্নতা, মানুষের পণ্যে পরিণত হওয়া। তাঁর মতে, ধনতন্ত্রের প্রধান ক্ষতিকারক দিক : শুধুই অসম বন্টন নয়, সেইসঙ্গে মানবতার অবনমন, মানবিক বোধের ধ্বংসসাধন। এই অবনমন শুধু শ্রমিক শ্রেণিকেই নয়, সমাজের সব শ্রেণিকেই প্রভাবিত করে। মার্ক্স শুধু শ্রমিকশ্রেণির নয়, সার্বজনীন মুক্তির কথা বলেছিলেন। মার্ক্স বিশ্বাস করতেন, মানুষ তার নিজের প্রকৃতিকে যুক্তিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারবে এবং তার পরিণতিতেই সে নিজেকে ভ্রান্ত চাহিদাসমুহ থেকে মুক্ত করতে পারবে। এই মুক্তি অর্জন একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ঘটবে এবং তার জন্য কোনও ইতিহাস-অতিরিক্ত সূত্রের প্রয়োজন নেই। এই কারণেই ফ্রম মনে করতেন মার্ক্স শুধু রেনেসাঁস ও দীপায়নের পরম্পরাকেই বহন করতেন না, সেইসঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান চিলিয়াস্টিক গোষ্ঠী, হিব্রু ঋষি, এমনকি টমিজম-এর প্রভাবও তার ওপরে ছিল। (চিলিয়াস্টিক—যীশু ফিরে আসবেন ও এক হাজার বছর রাজত্ব করবেন—এমন বিশ্বাস। টমিজম—টমাস একুইনাস-এর ধর্মীয় ও দার্শনিক পদ্ধতি) ফ্রমের মতে মানবমুক্তির সমগ্র ইতিহাসকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব 'ভালবাসা' শব্দটির মাধ্যমে—যা অন্য মানুষকে লক্ষ্য (এন্ড) হিসেবে অনুভব করতে শেখায়, নিমিত্ত (মিন্‌স্) হিসেবে নয়। 'ভালবাসা' শব্দটির সুত্রে একথাও স্পষ্ট হয় যে, একজন মানুষ নিজের সৃষ্টিশীলতাকে প্রত্যাহার করবে না, অথবা অন্যের ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলবে না। আক্রমণাত্মক ও নিষ্ক্রিয়—এই দুই ধরনের মানসিকতা একই অবনমন প্রক্রিয়ার দুটি ভিন্ন দিক। এই দুই ধরনের মানসিকতাকে অপসারিত করা উচিত আপোষহীন সহমর্মিতার ভিত্তিতে এবং আগ্রাসনবিহীন সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে। ওপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, এরিক ফ্রমের মার্ক্সবাদ, মার্ক্সের তত্ত্বকে মান্য করেছিল ও তার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ বিশ্লেষণ হাজির করেছিল। ফ্রম বিচ্ছিন্নতার সদর্থক ভূমিকাগুলিকে বিবেচনার মধ্যে আনেননি। ইতিহাসের অশুভ দিকগুলির ভূমিকাকে গুরুত্ব দেননি। ফয়েরবাখের মতো তার কাছেও বিচ্ছিন্নতা ছিল শুধুই খারাপ। তিনি মার্ক্সের কাছ থেকে গ্রহণ

করেছিলেন : 'সমগ্র মানুষের ধারণা', প্রকৃতির সঙ্গে পুনরায় অবিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠার ইয়োটোপিয়া ও মনুষ্য সমাজের মধ্যে যথার্থ ঐক্য বিষয়ক ধারণা—যা ব্যক্তি-মানুষের সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি মার্ক্সের ধারণার শুধু এই দিকগুলির প্রতিই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ইয়োটোপিয়াগুলি কিভাবে অর্জন করা হবে এবং সেইসঙ্গে মার্ক্সীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব, সর্বহারার ভূমিকা ও বিপ্লবের অনিবার্যতার প্রসঙ্গগুলি তার আলোচনার বাইরে থেকে গেছে। তিনি মার্ক্সবাদের সব থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য ও কম বিতর্কিত অংশগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন। তার মার্ক্সবাদও তার ফলে গতানুগতিক আকাঙ্খাসমূহের ধারাবাহিকতার সামান্য বেশি কিছু ছাড়া আর কিছু হতে পারেনি। মানুষ কিভাবে অশুভ উপাদানসমূহ ও বিচ্ছিন্নতার আধিপত্যের বলয়ের মধ্যে গিয়ে পড়ল এবং ভবিষ্যতে এইসব ধ্বংসাত্মক প্রবণতাগুলি শেষ হ'য়ে আশাব্যঞ্জক ও স্বাস্থ্যকর প্রবণতাগুলি কিভাবে জমি তৈরি করবে—তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা ফ্রমের মার্ক্সবাদ থেকে পাওয়া যায় না। ইয়োটোপিয়ান চিন্তার সাধারণ দ্ব্যর্থকতাগুলি ফ্রমের চিন্তাতেও বিদ্যমান। একদিকে ফ্রম দাবি করেন যে, মানব-প্রকৃতি ঠিক যা, তার ভিতর থেকেই তিনি তার ধারণাসমূহকে আবিষ্কার করেছেন—যদিও যথার্থ মানবপ্রকৃতিকে এখনও উপলব্ধির মধ্যে আনা যায়নি। অন্যদিকে তিনি এ বিষয়ে সচেতন যে, মানবপ্রকৃতি আবার এক ধরনের আদর্শ স্থাপন করে এমন ধারণাও বটে। মানব-প্রকৃতি যদিও 'আন্ডার-ডেভালাপড' অবস্থায় রয়েছে, তবুও আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, বিচ্ছিন্নতার ধারণা এবং যথার্থ ও ভ্রান্ত চেতনার পার্থক্যকে একটি যথার্থ মানবপ্রকৃতি বিষয়ক তত্ত্বের ওপর দাঁড় করাতে হবে। আমরা সেই যথার্থ মানবপ্রকৃতিকে কিভাবে জানতে পারব, আবিষ্কার করতে পারব, কিভাবে আরও বেশি বন্ধুত্ব ও ঐক্য অর্জন করতে পারব, কিভাবে আরও কম আগ্রাসী হব—সে সব বিষয়ে ফ্রমের মার্ক্সবাদ থেকে স্পষ্ট কোনও ধারণা পাওয়া যায় না। একথা অবশ্যই যথার্থ যে, মানুষ অন্য মানুষকে ভালবাসতে, তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে, আত্মত্যাগ স্বীকার করতে সক্ষম। কিন্তু তার থেকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না যে, যে মানুষ এই কাজগুলি করতে সক্ষম তারা, যারা এই কাজগুলি করতে অক্ষম তাদের তুলনায় বেশি 'মানবিক'। মানব-প্রকৃতি বিষয়ে ফ্রমের ভাবনার মধ্যে ডেসক্রিপটিভ বা বর্ণনামূলক ও নরম্যাটিভ বা আদর্শমূলক ধারণাসমূহের দ্ব্যর্থক মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, এরিক ফ্রম মার্ক্সের তত্ত্বকে মানবতাবাদী তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেই সঙ্গে 'বস্তুবাদী' তত্ত্ব হিসেবে মার্ক্সবাদের স্থূল ও সেকেলে ব্যাখ্যাকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আমরা এরিক ফ্রমের তত্ত্ব বিষয়ে যে দীর্ঘ চুম্বক উপরে হাজির করলাম, আলোচ্য বইটি পাঠ করবার পরে আশা করা যায়, যে কোনও পাঠকই এই চুম্বকের যাথার্থ্য অনুভব করবেন। আমরা পরবর্তী অংশে বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় হাজির করব।

বইটিতে ছয়টি অধ্যায় আছে। আমরা এই ছয়টি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার সূত্রে এরিক ফ্রমের চিন্তার মৌলিকত্বকে আরও কিছুটা স্পষ্ট করে তুলবার প্রয়াস পাব।

প্রথম অধ্যায় 'স্টাডিইং দ্যা সোশ্যাল আনকনসাস'-এ আছে চারটি প্রবন্ধ : (১) 'এ্যাপ্রোচ টু এ সায়কো-অ্যানালিটিক সোশ্যাল সায়কোলজি', (২) 'সোশ্যাল সায়কোলজি এ্যাজ এ কম্বিনেশন অফ সায়কো-অ্যানালিসিস অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম', (৩) 'দ্যা ডায়নামিক

কনসেপ্ট অফ ক্যারেক্টার', (৪) 'দ্যা সোশ্যাল ক্যারেক্টার অ্যান্ড ইটস্ ফাংশনস্'। এই চারটি প্রবন্ধের সূত্রে আমরা বুঝে নিতে পারি, একজন মানুষ অন্য আর একজন মানুষের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত হয় এবং তারা অনেকে একসঙ্গে কিভাবে চিন্তা করে, অনুভব করে, কাজ করে। এই সমস্যাটির সঙ্গে মোকাবিলার সূত্রে এরিক ফ্রম তার উত্তরসূরিদের জন্য যে মৌলিক চিন্তাসূত্র রেখে গেছেন উক্ত চারটি প্রবন্ধ তাকে ধারণ করেছে। ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি গোঁড়া ইহুদী পরিবারের সন্তান হিসেবে ফ্রম তার ছাত্রজীবনে এইসব সংযোগী উপাদানগুলির অনুসন্ধান করেন যেগুলি ইহুদি সম্প্রদায়কে নানা ধরনের খন্ডায়নের মধ্যেও একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। তিনি এই সংযোগী উপাদানগুলির সন্ধান পেয়েছিলেন ইহুদী শৃঙ্খলার আত্মিক বৈশিষ্ট্য থেকে। ১৯২৩-২৪-এ ফ্রম সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ বিষয়ে উৎসাহী হ'য়ে ওঠেন এবং একজন মানুষের সঙ্গে অন্য একজন মানুষের যোগসূত্রটিকে আরও গভীরভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে ঐ পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটান। ঐ পদ্ধতির সাহায্যে ফ্রম অবচেতনের শক্তিসমূহের বিষয়ে অনুসন্ধান চালান এবং মানবমনের ক্রিয়াকর্মকে বুঝে নেবার চেষ্টা করেন। তিনি মানবমনকে বুঝতে চেয়েছিলেন ব্যক্তিমানুষের মানবমন হিসেবে নয়, সামাজিক মানুষের মানবমন হিসেবে। তিনি মনে করতেন, ব্যক্তিমানুষকে সামাজিক প্রাণী হিসেবে অনুধাবনের অর্থ, অবচেতনের সামাজিক মাত্রাগুলি বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো। মনঃসমীক্ষণ বিষয়ক চিন্তায় এটা ফ্রমের মৌলিক অবদান। তিনি মনঃসমীক্ষণ ও সমাজতত্ত্বের সমন্বয়ে এক ধরনের বিশ্লেষণমূলক সামাজিক মনস্তত্ত্ব গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। যা মানুষকে একই সঙ্গে নির্দিষ্ট সামাজিক অভিজ্ঞানের শর্তে এবং অবচেতনের দ্বারা নির্ধারণের শর্তে বুঝে নেবে। বিশ্লেষণমূলক সামাজিক মনস্তত্ত্ব সামাজিক মানুষ হিসেবে ব্যক্তিমানুষের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোকে বুঝে নেবার পাশাপাশি আরও যেদিকে নজর দেবার কথা বলে তা হল সামাজিক সত্তার অবচেতন বিষয়ে অনুসন্ধান। কারণ সামাজিক সত্তা সেইসব ব্যক্তি মানুষদের সমন্বয়েই গঠিত হয় যারা মোটামুটিভাবে একই ধরনের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হন। এইখানে ফ্রম ফ্রয়েডের ডায়নামিক বা সচল চরিত্রের ধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং সামাজিক অস্তিত্ব বিষয়ক ভাবনায় তাকে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি একটি সমাজের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোকে অনুধাবনের সময়ে ঐ সমাজের চরিত্রকে আইডিয়াল বা আদর্শ হিসেবে বুঝে নিতে চেয়েছেন। সামাজিক অবচেতনকে সামাজিক চরিত্রের সাহায্যে বুঝে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। এই প্রচেষ্টাও মনস্তত্ত্বে তার মৌলিক অবদান। বিশ্লেষণমূলক সামাজিক মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে ফ্রমের অবদান এতই মৌলিক এবং এই ক্ষেত্রে তার ভাবনা তার সমগ্র রচনাবলীর ওপর এতটাই প্রভাব রেখে গেছে যে, এই ক্ষেত্রে তার অবদানকে যথাযথভাবে না বুঝলে তার অবস্থান ও বীক্ষাকে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'দ্যা ডিসকভারি অফ ডিফারেন্ট সোশ্যাল ক্যারেকটারস্'-এ আছে তিনটি প্রবন্ধ : (১) 'দ্যা অথরেটেরিয়ান ক্যারেকটার', (২) 'দ্যা মার্কেটিং ওরিয়েন্টেশন' ও (৩) 'দ্যা নেকরোফিলাস ক্যারেকটার'। সামাজিক সত্তার অবচেতন মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো বিষয়ে ফ্রমের উৎসাহ ছিল। এই উৎসাহের কারণেই তিনি ১৯২৪ থেকে ৩০-এর মধ্যে মিউনিখ, ফ্রাঙ্কফুর্ট ও বার্লিনে মনঃসমীক্ষণ বিষয়ে ট্রেনিং নেন। বিশ্লেষণমূলক সামাজিক মনস্তত্ত্ব বিষয়ে তার উৎসাহের কারণেই তিনি স্যার হর্কহেইমার-এর পরিচালনাধীন ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলে যোগদান করেন। ১৯৩৯

পর্যন্ত তিনি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে সামাজিক সত্তার স্বৈরতান্ত্রিক মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো বিষয়ে গবেষণা করেন। তার পরিণতিতেই কর্তৃপক্ষ ও স্বৈরতন্ত্র বিষয়ে দীর্ঘ বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। ফ্রম এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, সামাজিক সত্তার মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর বিকাশ, অর্থাৎ সামাজিক চরিত্র, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। 'মার্কেটিং ক্যারেক্টার'-এর ক্ষেত্রে তিনি তাঁর এই বক্তব্য খুব স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছিলেন। ১৯৬০-এর দশকে সামাজিক চরিত্রের নতুন ধরনের বিন্যাস সম্পর্কে ফ্রম সচেতন হ'য়ে ওঠেন। এই নতুন বিন্যাসের নাম দেন 'নেকরোফিলিয়া'। বিশ্লেষণমূলক সামাজিক মনস্তত্ত্বের পরে এটা ছিল ফ্রমের আরও একটি মৌলিক অবদান। অথরেটেরিয়ান, মার্কেটিং ও নেকরোফিলাস—এই তিন ধরনের সামাজিক চরিত্রের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বৃদ্ধি ও হ্রাস পায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলের সঙ্গে সম্পর্কিত থেকে।

তৃতীয় অধ্যায় 'দ্যা স্টাডি অফ মাদার রাইট অ্যান্ড ইট্স্ সিগনিফিকেন্স ফর সোশ্যাল সায়কোলজি'-তে রয়েছে দুটি প্রবন্ধ : (১) 'দ্যা সিগনিফিকেন্স অফ দ্যা থিওরি অফ মাদার রাইট ফর টুডে' ও (২) 'দ্যা থিওরি অব মাদার রাইট অ্যান্ড সোশ্যাল সায়কোলজি'। সমাজ ও সংস্কৃতির শুধুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোই নেই, সেই সঙ্গে এক ধরনের 'যৌন বিন্যাসও' আছে। সামাজিক অবস্থান বিষয়ক আলোচনার সবক্ষেত্রেই বাবার অধিকার বা মায়ের অধিকারের প্রসঙ্গটি এসে যায়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় নানা ধরনের অধিকারের প্রসঙ্গ, চিন্তাপদ্ধতির নির্দিষ্ট কিছু সূত্র, সামাজিক জীবন এবং সেইসঙ্গে এসে যায় মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের প্রসঙ্গটিও। ফ্রম ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ বিষয়ক ভাবনায় পিতৃতান্ত্রিক শর্তগুলি, পরিভাষাগুলি যেভাবে আত্তীকৃত হ'য়ে গিয়েছিল—তার বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, ফ্রম মাতৃকেন্দ্রিক সংস্কৃতিকে পছন্দ করতেন। অবশ্য সেইসঙ্গে ফেমিনিজম বা নারীবাদ সম্পর্কেও ফ্রমের সংশয় ছিল। তিনি মনে করতেন নারীবাদ পুরুষ আধিপত্যকেই আক্রমণাত্মকভাবে নকল করতে চাইছে। তাঁর মতে, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে ঈদিপাস কমপ্লেক্স বা পেনিস এনভি-র তুলনায় মায়ের শর্তহীন ভালবাসা অনেক বেশি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে।

চতুর্থ অধ্যায় 'এ নিউ ভিউ অফ সোসাইটি'-তে আছে তিনটি প্রবন্ধ : (১) 'দ্যা সোশ্যাল আনকনসাস', (২) 'দ্যা সিক্ সোসাইটি : অন দ্যা প্যাথোলজি অফ নরম্যালসি' ও (৩) 'স্টেপস্ টু এ নিউ সোসাইটি'। অনেক সময়েই এরিক ফ্রমের অবস্থান ও চিন্তাকে কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং-এর নিকটবর্তী মনে করা হয়। কিন্তু আর্কিটাইপ বা প্রত্নপ্রতিমা বিষয়ে ইয়ুং-এর তত্ত্ব এবং যৌথ অবচেতনের অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁর ধারণা ফ্রমের সামাজিক চরিত্র ও সামাজিক অবচেতন বিষয়ক ধারণার থেকে গুণগতভাবেই আলাদা। বিশেষ ক'রে, অবচেতনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক নির্ধারণের ভাবনার দিক থেকে তাদের দুজনার পার্থক্য স্পষ্ট। ফ্রম সেইসব শক্তির কথা বলেন যাদের ওপর প্রত্যেক সমাজ ও সংস্কৃতি অনুপম ছাপ রেখে যায় এবং যাদের ভবিতব্য প্রত্যেক সমাজ ও সংস্কৃতির দ্বারা আলাদা আলাদাভাবে নির্ধারিত হয়। যেকোনও গভীর মনস্তাত্ত্বিক চিন্তার মূল লক্ষ্য অবচেতনকে বোঝা। যার পরিণতিতে গোটা মানুষটিকে অনুধাবন করা সম্ভব হয়। আবার অবচেতনের সঙ্গে সমাজের যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন। যুক্তি ও ভালবাসার মতো উপাদানগুলি, যেগুলি মানুষের মধ্যে জীবন্ত সম্পর্কগুলিকে সম্ভব করে তোলে, সেগুলির যদি প্রয়োজন না থাকে, এবং তার বদলে যদি পণ্যের নিষ্ক্রিয় ভোক্তারাই প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য হ'য়ে ওঠেন—তাহলে বলতে

হয় : সমাজটাই অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে ও স্বাভাবিকতা রূপান্তরিত হ'য়েছে বিকারগ্রস্ততায়। মানসিক স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক অস্তিত্ব ফিরে আসা সম্ভব শুধুমাত্র আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা পরিবর্তিত হ'লে। গভীর সামাজিক তত্ত্ব ও বহুমাত্রিক সামাজিক সমালোচনা যে কোনও মানসিক চিকিৎসা প্রচেষ্টার অবশ্যমান্য পূর্বশর্ত। ফ্রম তাঁর পরিণত বয়সে পৌঁছোবার আগে পর্যন্ত এই তত্ত্বের ভিত্তিতে সক্রিয় কর্মকান্ড শুরু করেননি। ১৯৫৫-তে প্রকাশিত 'দ্যা সেইন সোসাইটি' গ্রন্থে তিনি মানবসমাজ বিষয়ে তার ধারণাসমূহকে হাজির করেন মানবতাবাদী সমাজতন্ত্রের আকরণে। ফ্রম ধীরে ধীরে শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলনে সক্রিয় হ'য়ে ওঠেন এবং কালক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

পঞ্চম অধ্যায় 'অ্যানাদার ভিউ অফ হিউম্যান নেচার'-এ রয়েছে চারটি প্রবন্ধ : (১) 'অফ দ্যা সার্চ ফর দ্যা নেচার অফ ম্যান', (২) 'ফ্রিডম অ্যান্ড দ্যা গ্রোথ অফ দ্যা সেল্ফ্', (৩) 'দ্যা আর্ট অফ লাভিং', (৪) 'সেল্ফ-লাভ, সেলফিসনেস, সেল্ফলেসনেস'। ফ্রমকে কোনও কোনও সময়ে অস্তিবাদী দার্শনিকদের সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে দেখা হয়। কারণ তিনি মানবিক পরিস্থিতি বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন এবং মানব-প্রকৃতি বিষয়ে তিনি নির্দিষ্ট উপসংহারে পৌঁছেছিলেন। যদিও এইসব ব্যাখ্যাগুলির অনেকটাই যথার্থ, কিন্তু ফ্রমের উৎসাহ প্রাথমিকভাবে অস্তিবাদের পক্ষে ছিল না। তিনি জীবজগতের তুলনায় মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। ফ্রয়েডের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ফ্রম মনে করতেন, যেসব চালিকাশক্তি আমাদের সঙ্গে অন্য মানুষদের ও গোটা বিশ্বের সম্পর্ককে গ'ড়ে তোলে সেগুলির উৎপত্তি যৌন চালিকাশক্তিসমূহ থেকে নয়, বরঞ্চ 'মনস্তাত্ত্বিক চালিকাশক্তি' হিসেবে তাদের একটি নিজস্ব স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। এইভাবে ফ্রম মানব-প্রকৃতির একটি স্বাধীন মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন—যা একই সঙ্গে শারীরিক ও বৌদ্ধিক মাত্রাসমূহের থেকে স্বাধীন এবং তার নিজস্ব সূত্রসমূহকে মেনে নিয়ে সচল-সক্রিয় থাকে। মনস্তাত্ত্বিক গুণাবলীর বিচারে মানুষ অবশ্যই পশুর থেকে আলাদা। তাই যে মূল মনস্তাত্ত্বিক সূচনা বিন্দু থেকে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো বিবর্তিত হ'তে হ'তে এগিয়েছে, মানব-প্রকৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে তাও অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। 'মনস্তাত্ত্বিক মানুষ'-এর সূত্রে আমরা যদি মানব-প্রকৃতিকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে চাই তাহলে আমাদের নানাধরনের কার্যকারণ সম্পর্কের মুখোমুখি হ'তে হয়। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রবন্ধগুলিতে ফ্রম সেই কার্যকারণ সম্পর্কগুলির কয়েকটিকে বুঝে নিতে চেয়েছেন। এই অধ্যায়ের বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে মানুষ সম্পর্কে হোলিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষের বিকাশের দ্বান্দ্বিক গতিময়তা, ভালবাসা ও সংস্কৃতি-সৃষ্টির ক্ষমতা এবং নিজের প্রতি ভালবাসা ও অন্য মানুষের প্রতি ভালবাসার বিনিময়।

ষষ্ঠ অধ্যায় 'ফেইন ইন হিউম্যানিটি'-তে রয়েছ চারটি অধ্যায় : (১) 'দ্যা হিউম্যানিস্টিক ক্রিডো', (২) 'অথরেটেরিয়ান ভারসেস হিউম্যানিস্টিক রিলিজিয়ন', (৩) 'রিলিজিয়াস এক্সপিরিএন্স অ্যান্ড দ্যা কনসেপ্ট অফ গড', (৪) 'ডি-রিপ্রেসন অ্যান্ড এনলাইটেনমেন্ট : সায়কো-অ্যানালিসিস অ্যান্ড জেন্ বুদ্ধ-ইজম'। মনঃসমীক্ষণের প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের কারণে ১৯২০-এর দশকের মধ্যেই ফ্রম গোঁড়া জুডেইজম-এর (ইহুদি ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানাদি) প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। মনঃসমীক্ষণমূলক কর্মকান্ড ও অভিজ্ঞতার কারণেই তার পক্ষে ব্যক্তিগত ঈশ্বর বিষয়ক প্রচলিত ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয়েছিল। ফ্রমকে শুধুই

ফ্রয়েডের তত্ত্বকে বিকৃত করেছিলেন ও ডিসিপ্লিন হিসেবে মনস্তত্ত্বের অতি-তরলীকরণ ঘটিয়েছিলেন। উক্ত গুরুত্বদানের পরিণতিতে ফ্রয়েডের অভিজ্ঞান-নির্মাণ বিষয়ক ভাবনা এবং তার চিন্তার সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক চরিত্র বিনষ্ট হয়েছে। মার্কিউসের মতে, যৌনতার প্রসঙ্গটির প্রতি কোনও গুরুত্ব না দেবার ফলে, ব্যক্তিমানুষ ও সমাজের ভিতরকার দ্বন্দ্বের অমীমাংসেয়তার কারণ সমূহকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

মার্ক্সবাদ ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে এরিক ফ্রমের ভাবনাচিন্তায় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা ছিল। তবুও আমাদের বর্তমান পণ্যায়িত মধ্যবিত্ত চৈতন্যের পরিমন্ডলে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদের নামে যান্ত্রিক বস্তুবাদের একরৈখিক অতি-তরলীকৃত বিশ্লেষণের পরিমন্ডলে দাঁড়িয়ে, রাজ্যপাট চালাবার প্রয়োজনে রিয়ালিজমের নামে আসলে প্র্যাগম্যাটিজমকেই জীবনের ধ্রুবসত্য হিসেবে মেনে নেবার পরিমন্ডলে দাঁড়িয়ে,—এরিক ফ্রমের রচনাবলী আজও আমাদের চৈতন্যে মানুষ ও ইতিহাসের বিকাশের সম্ভাবনা সম্পর্কে উজ্জ্বল আলোকরেখার ও গভীর আশাবাদের জন্ম দেয়। তাঁর তত্ত্ববিশ্ব আমাদের ১৯৯০-এর দশক থেকে অপ্রতিহতভাবে ক্রমাগত বিকশিত হ'য়ে ওঠা সিনিসিজমকে প্রত্যাখ্যানের আয়ুধ সরবরাহ করে। প্রকৃতি, সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে নতুন ক'রে আরও গভীরভাবে বুঝে নিতে অনুপ্রাণিত করে। ব্যক্তিমানুষের মনস্তত্ত্ব, আর মার্ক্সবাদের ব্যাপ্ত ভুবন, তার তত্ত্ববিশ্বে অবিচ্ছিন্ন থাকে বলেই—তার সমাজতন্ত্রভাবনা পেটি বুর্জোয়া সংস্কারবাদ ও নিয়ন্ত্রণ-সর্বস্ব একমাত্রিকতাকে একইসঙ্গে এড়িয়ে চলে। তাই কিছু সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তার আবেদন আজও বিশ্বজনীন ও তার রচনাবলীর ভিতর থেকে উৎসারিত আবেগ ও উত্তাপ আজও উদ্দীপক। পূর্ব ইয়োরোপ ও সোভিয়েতে সমাজতন্ত্রের পতনের পর, তার মানবতাবাদ মার্ক্সবাদের পুনর্নবীকরণে কোনও সুনির্দিষ্ট ছকের যোগান নাই দিতে পারে, কিন্তু মার্ক্সবাদের পুনর্নবীকরণ ফ্রমের মানবতাবাদী পরিপ্রেক্ষিতকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে সম্ভব নয়।